কালের কণ্ঠ

তারিখ ২৮ APR 2015
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ২

নামি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের আসন সংকট নিরসনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

ভিকারুননিসা নূন, মতিঝিল আইডিয়াল ও রেসিডেন্সিয়ালের মতো নামিদামি স্কুলগুলোয় সন্তান ভর্তি করাতে প্রতিবছর হুমড়ি খেয়ে পড়েন অভিভাবকরা। কিন্তু আসনসংখ্যা সীমিত হওয়ায় বেশির ভাগ অভিভাবকই তাঁদের সন্তানদের ওই সব স্কুলে ভর্তি করাতে পারেন না। হতাশ হয়ে বাসায় ফিরে যান। তবে অভিভাবকদের জন্য সুখবর। সন্তান ভর্তির জন্য তাঁদের আর হন্যে হয়ে ঘুরতে হবে না। ভিকারুননিসা ও আইডিয়ালসহ রাজধানীর ভালো স্কুল এবং বাইরের ভালো স্কুলগুলোয় আসনসংখ্যা বাড়ানো হচ্ছে। এটি করা হচ্ছে স্কুলগুলোর ঊর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণের মাধ্যমে। ঢাকাসহ জেলা শহরের মানসম্পন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে ১৫ থেকে ২০ তলায় উন্নীত করার উদ্যোগ নিয়েছে সরকার।

পরিকল্পনামন্ত্রীর সংবাদ সম্মেলন

গতকাল সোমবার বিকেলে রাজধানীর শেরে বাংলানগরের এনইসি সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা জানান পরিকল্পনামন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল। তিনি বলেন, বর্তমানে স্কুলগুলোর ধারণক্ষমতা অনেক কম। আসন কম হওয়ায় অনেক ভালো শিক্ষার্থী ভর্তি হতে পারে না। সে জন্য স্কুলগুলোর ঊর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ করা হবে। যেখানে একই সময়ে ক্লাসও চলবে, আবার পরীক্ষাও চলবে। পরীক্ষার জন্য আর স্কুল বন্ধ করতে হবে না বলে জানান মন্ত্রী। এসব কাজ বাস্তবায়নের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় একটি প্রকল্প হাতে নিয়েছে, যেটি শিগগির জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির (একনেক) সভায় অনুমোদনের জন্য উত্থাপন করা হবে। এটি বাস্তবায়িত হলে প্রথম থেকে এইচএসসি পর্যন্ত প্রতিটি শ্রেণিকক্ষেই আসন সংখ্যা বাড়বে। মন্ত্রী বলেন, গ্রামের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর জন্যও আলাদা পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। ওই সব প্রতিষ্ঠানকে দুই থেকে পাঁচ তলা পর্যন্ত করা হবে। সেখানে অত্যাধুনিক সুযোগ-সুবিধা থাকবে।

এর আগে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) আওতায় সর্বোচ্চ বরাদ্দপ্রাপ্ত ১০টি মন্ত্রণালয় ও ব্যয় বিবেচনায় সর্বনিম্ন অগ্রগতিসম্পন্ন ১০টি মন্ত্রণালয়ের সচিবদের সঙ্গে আলোচনা এবং আগামী অর্থবছরে এডিপিতে কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণের জন্য বৈঠকের আয়োজন করা হয়। সেখানে শিক্ষাসচিব, স্থানীয় সরকারসচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব, সড়ক ও সেতুসচিব, পরিকল্পনা বিভাগের সচিবসহ অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের সচিবরা উপস্থিত ছিলেন।

বৈঠক শেষে পরিকল্পনামন্ত্রী সাংবাদিকদের জানান, সড়ক-মহাসড়কে দুর্ঘটনার অন্যতম প্রধান কারণ যত্রতত্র হাটবাজার গড়ে ওঠা। এ কারণে সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, সড়ক-মহাসড়কের পাশে অবস্থানরত হাটবাজারকে সরিয়ে দেওয়া হবে। এ জন্য আলাদা একটি প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। ওই প্রকল্পের মাধ্যমে হাটবাজারের জন্য স্থান নির্ধারণ এবং যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা তৈরি করে দেওয়া হবে।

দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিজয়ী সংসদ সদস্যরা তাঁদের এলাকার উন্নয়নে অর্থ বরাদ্দ দিতে সরকারের ওপর চাপ দিয়ে আসছেন। সে জন্য এমপিদের নিজ নিজ এলাকার উন্নয়নে আলাদা একটি প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে জানিয়ে পরিকল্পনামন্ত্রী বলেন, আগামী দিনে সংসদ সদস্যদের অগ্রাধিকার দিয়ে একটি প্রকল্প একনেকে অনুমোদনের জন্য উত্থাপন করা হবে। এ প্রকল্পের আওতায় একজন সংসদ সদস্য পাঁচ বছরে মোট ২০ কোটি টাকা বরাদ্দ পাবেন। ৩০০ এমপিকে সব মিলিয়ে ছয় হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হবে। তবে একজন এমপি সরাসরি একটি টাকাও ব্যয় করতে পারবেন না। তিনি তাঁর চাহিদা এলজিইডিকে জানাবেন। এলজিইডি প্রয়োজনীয় প্রকল্প গ্রহণ করে তা বাস্তবায়ন করবে।